49004 - কাযা (নয়িতি) ও তাকদীর (ভাগ্যরে) ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সংক্ষপ্তি আকীদা

প্রশ্ন

নয়িতি ও ভাগ্যরে ব্যাপারে ইসলামরে দৃষ্টভিঙ্গি কি আমার কাছে স্পষ্ট করবনে? এ ব্যাপারে আমার কোন বশ্বিাস রাখা আবশ্যক?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

১- আহলুস সুন্নাহর কাছে কাযা ও তাকদীর হচ্ছে এই দৃঢ় বশ্বিাস রাখা যে এই জগতে যা কছিু হচ্ছে, সবই আল্লাহ কর্তৃক নর্িধারতি। তাকদীররে উপর ঈমান আনা ঈমানরে ষষ্ঠ রোকন। এর উপর ঈমান ছাড়া কোনো ব্যক্তরি ঈমান পূর্ণ হবে না।
২- ভাগ্য ও নয়িতরি উপর ঈমান আনার চারটি স্তর রয়ছে। জ্ঞানরে স্তর, লখোর স্তর, ইচ্ছার স্তর এবং সৃষ্টরি স্তর।
৩- ভাগ্য ও নয়িতরি উপর ঈমান আনার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই বশ্বিাস করা য: বান্দার নজিস্ব ইচ্ছা ও এখতয়িার আছে যার দ্বারা তার কাজগুলো সম্পাদতি হয়। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাইরে নয়। তনিি বান্দাকে এটি দয়িছেনে এবং তাকে পার্থক্য করা ও বাছাই করার সক্ষমতা দয়িছেনে।
তাকদীর হলো আল্লাহর সৃষ্টতিে তাঁর গোপন রহস্য। তনিি আমাদরে কাছে যা উন্মোচন করছেনে তা আমরা জানি এবং সটোর প্রতি আমরা ঈমান আনি। আর যা আমাদরে কাছে অজানা রয়ছে তা আমরা মনেে নইি এবং তার প্রতওি আমরা ঈমান আনি। মহান আল্লাহর জন্যই পরপিূর্ণ প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টি ও নর্িদশে তাঁরই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কাযা (নয়িতি) ও তাকদীর (ভাগ্য)-র বাপারে ইসলামরে দৃষ্টভিঙ্গি নয়িে আলোচনা কছিুটা দীর্ঘ হতে পারে। তবে আমরা উপকাররে ববিচেনা থকেে এ বষিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংক্ষপ্তিসার দয়িে শুরু করছি। তারপর এই স্থানরে উপযুক্ত কছিু ব্যাখ্যা প্রদান করব। আমরা আল্লাহর কাছে উপকারতিা ও গ্রহণযোগ্যতা দোয়া করছি।

কাযা ও তাকদীররে স্বরূপ

জনেে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে তৌফকি দান করুন), ভাগ্যরে উপর ঈমান আনার অর্থ এই দৃঢ় বশ্বিাস রাখা যে এ জগতে যা কছিু ঘটছে তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নর্িধারতি।

তাকদীরে ঈমান আনা ঈমানরে রোকনসমূহরে মাঝে ষষ্ঠ রোকন। এতে ঈমান আনা ছাড়া কারো ঈমান পূর্ণ হবে না। সহিহ মুসলিমে (৮) আছে: ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা শুনতে পারনে কছিু মানুষ তাকদীরকে অস্বীকার করছে। তনিি বললনে: 'তুমি যদি এদরে সাক্ষাৎ পাও তাহলে বলে দওি যে আমি তাদরে থকেে মুক্ত এবং তারাও আমার থকেে মুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর যার নামে শপথ করে (অর্থাৎ আল্লাহর নামে) তাঁর শপথ, যদি তাদরে কারো কাছে উহুদ পাহাড় পরমিাণ স্বর্ণ থাকত এবং সে ওটাকে দান করত, তবুও আল্লাহ তার থকেে সটেি কবুল করতনে না; যতক্ষণ না সে তাকদীররে প্রতি ঈমান আনে।'

তারপর জনেে রাখুন যে তাকদীররে প্রতি ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠকি হবে না যতক্ষণ না তাকদীররে চারটি স্তররে প্রতি ঈমান আননে:

১- এই বশি্বাস করা যে আল্লাহ অনাদকিাল থকেে ঘটমান সকল কছিু সমষ্টগিত ও ব্যষ্টগিতভাবে জাননে। আসমানে ও যমীনে শস্য দানা পরমিাণ কোনো কছিু তার অগোচরে নইে।

২- এই বশি্বাস করা যে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল কছিু লাওহে মাহফূযে লখিে রখেছেনে।

৩- আল্লাহর কার্যকর ইচ্ছা ও সর্বব্যাপী ক্ষমতায় বশি্বাস করা। এই জগতে কোনো ভালো বা মন্দ নইে যা তার ইচ্ছার বাইরে হয়।

৪- এই বশি্বাস করা যে জগতরে সকল কছিু তার সৃষ্ট। তনিি সৃষ্টকিুলরে স্রষ্টা এবং তাদরে গুণাবলি ও কর্মগুলোরেও স্রষ্টা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "তনিি আল্লাহ, তোমাদরে রব। তনিি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নইে; সকল কছিুর স্রষ্টা।"[সূরা আনআম: ১০২]

তাকদীররে উপর ঈমান আনার ফলাফল

তাকদীররে উপর ঈমান আনার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই বশি্বাস আনা যে:

- বান্দার ইচ্ছাশক্তি রয়ছেে এবং বাছাই করার সক্ষমতা রয়ছেে। এর মাধ্যমে তার কাজগুলো বাস্তবায়তি হয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলনে: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ "তোমাদরে মাঝে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য"।[সূরা তাকভীর: ২৮] لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে কাজ চাপয়িে দনে না।"[সূরা বাকারা (২৮৬)]
- বান্দার ইচ্ছা ও সক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও সক্ষমতার বাইরে নয়। তনিইি বান্দাকে এই ইচ্ছা ও সক্ষমতা দয়িছেনে।

তাকে পার্থক্য করা ও বাছাই করার ক্ষমতাবান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ "আর বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ না চাইলে তোমরা (কিছু) চাইতে পারো না।"[সূরা তাকভীর: ২৯]

- তাকদীর হলো আল্লাহর সৃষ্টিতে তাঁর গোপন রহস্য। তিনি আমাদের কাছে যা স্পষ্ট করেছেন তা আমরা জানি এবং তার প্রতি আমরা ঈমান আনি। আর যা আমাদের কাছে অজানা রয়েছে তা আমরা মেনে নিই এবং তার প্রতিও আমরা ঈমান আনি। আমরা আমাদের অপূর্ণ বুদ্ধি ও দুর্বল বোধশক্তি দিয়ে আল্লাহর কর্মাবলী ও বিধানাবলীর উপরে আপত্তি করব না। বরং আমরা আল্লাহর পূর্ণ ইনসাফ ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করব। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না। তিনি কতই না পবিত্র ও প্রশংসিত।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেকেকার সালাফের সংক্ষিপ্ত আকীদা এটাই। আমরা নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করব। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সক্ষমতা প্রার্থনা করছি:

কাযা ও তাকদীরের পরিচিতি এবং এই দু'টির মাঝে পার্থক্য

আভিধানিক অর্থে কাযা হচ্ছে কোনো কিছুকে সুদৃঢ় করা ও পরিপূর্ণ করা। অন্যদিকে তাকদীরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা।

তাকদীর হচ্ছে: আদিকালে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সকল কিছুর নির্ধারণ, সবকিছু যে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঘটবে তাঁর সেই জ্ঞান, তিনি সেটি লিখে রাখা, সেটার প্রতি তাঁর ইচ্ছা, তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ী বাস্তবে সেগুলো ঘটা এবং সেগুলোকে তাঁর সৃষ্টি করা।

আলেমদের মাঝে কেউ কেউ কাযা ও তাকদীরের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তবে সম্ভবতঃ সঠিক মত হচ্ছে এই দুটোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। একটি অন্যটির অর্থবোধক। কুরআন-সুন্নাহতে এই দুটো ভিন্ন অর্থবোধক হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই। এ ব্যাপারে আলেমেরা একমত যে একটি অন্যটির স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাকদীর শব্দটি কুরআন-সুন্নাহর দলিলে বেশি পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে, যে দলিলগুলো এই রোকনের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা প্রমাণ করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইসলামে কাযা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার মর্যাদা

কাযা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান হচ্ছে ঈমানের ষষ্ঠ স্তম্ভের অন্যতম, যার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলে তখন তিনি বলেছিলেন: "আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভালো-মন্দ তাকদীরের উপর ঈমান

আনা।”[হাদীসটি মুসলিম (৮) বর্ণনা করেন]

তাকদীরের কথা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ “আমি প্রত্যেক বস্তুকে তাকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি করেছি।”[সূরা কামার: ৪৯] তিনি আরো বলেছেন: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا “আল্লাহর আদেশ বিষয় সুনির্ধারিত।”[সূরা আহযাব: ৩৮]

তাকদীরের উপর ঈমান আনার স্তরসমূহ

জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে তার সন্তুষ্টি লাভের তৌফিক দান করুন) যে তাকদীরের উপর ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা পাবে না যতক্ষণ না আপনি এই চারটি স্তরের প্রতি ঈমান আনবেন, সেগুলো হচ্ছে:

১- জ্ঞানের স্তর: সেটি হচ্ছে এই ঈমান রাখা যে আল্লাহর জ্ঞান সকল কিছুকে ব্যাপ্ত করে আছে। আসমানসমূহ ও যমীনে একটি শস্য দানা পরিমাণ বস্তুও তার অগোচরে নেই। আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগেই তাদের ব্যাপারে জানতেন। আল্লাহ স্বীয় প্রাচীন জ্ঞান দিয়ে জানতেন তারা কী করবে। এর সপক্ষে প্রমাণ অগণিত; তন্মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ “তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান (সকল) বস্তু সম্পর্কে জানেন। তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।”[সূরা হাশর: ২২] এছাড়াও তার বাণী: وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا “আল্লাহ সব কিছুকে তার জ্ঞান দিয়ে ব্যপ্ত করেছেন।”[সূরা ত্বালাক: ১২]

২- লিখনীর স্তর: সেটি হচ্ছে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ লাওহে মাহফুযে সকল সৃষ্টির তাকদীর লিখে রেখেছেন। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ “তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। তা তো একটি কিতাবে (লাওহে মাহফূযে) লিখিত আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ।”[সূরা হজ্জ: ৭০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন।”[মুসলিম (২৬৫৩) বর্ণনা বর্ণনা করেছেন]

৩- ইচ্ছার স্তর: সেটি হচ্ছে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে এই জগতে যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে। তিনি যা চান তা ঘটে। আর যা চান না তা ঘটে না। কোনো কিছুই তার ইচ্ছার বাইরে নয়।

এর দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّه “কোনো ব্যাপারে বলবে না: ‘আমি এটা আগামীকাল করব।’ ‘আল্লাহ চাইলে’ বলা ছাড়া।”[সূরা কাহফ: ২৩-২৪] এছাড়াও তার বাণী: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ “আর বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ না চাইলে তোমরা (কিছু) চাইতে পারো না।”[সূরা তাকভীর: ২৯]

৪- সৃষ্টরি স্তর: সটো হচ্ছে এই বশি্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ সকল কছিুর স্রষ্টা। এই সমস্ত সৃষ্টরি মাঝে বান্দার কর্মও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই জগতে এমন কছিু ঘটে না যা তনিি সৃষ্টি করনেনি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেনে: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "আল্লাহ সকল কছিুর স্রষ্টা।"[সূরা যুমার: ৬২] তনিি আরো বলছেনে: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون "আল্লাহ তোমাদরেকে সৃষ্টি করছেনে এবং তোমরা যে কর্ম করো তাও (তনিি সৃষ্টি করছেনে)।"[সূরা সাফ্ফাত: ৯৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "নশি্চয় আল্লাহ প্রত্যকে নর্মিাতা ও তার নর্মিাণরে স্রষ্টা।"[বর্ণনাটি ইমাম বুখারী তার 'খালকু আফ'আললি ইবাদ (২৫), ইবনু আবী আসমি তার 'আস-সুন্নাহ' (২৫৭) ও (৩৫৮)-তে বর্ণনা করছেনে। শাইখ আলবানী 'সহহিাহ' গ্রন্থে (১৬৩৭) এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

শাইখ ইবনে সাদী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "আল্লাহ যমেনভিাবে তাদরেকে (মানুষদরেকে) সৃষ্টি করছেনে তমেনভিাবে তারা যা দয়িে তাদরে কাজগুলো করে (তথা ক্ষমতা ও ইচ্ছা) সটোকওে তনিি সৃষ্টি করছেনে। তারপর তারা নানান কাজ করে, যগেুলোর মাঝে রয়ছেে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কংিবা অবাধ্যতার কাজ। এগুলো তারা তাদরে শক্তি ও ইচ্ছার মাধ্যমইে করে থাকে যে দু'টকিে আল্লাহই সৃষ্টি করছেনে।"[আদ-দুররাতুল বাহয়িযা শারহুল কাসদিা আত-তাঈয়্যা: (পৃ. ১৮) থকেে সমাপ্ত]

কাযা ও তাকদীররে বষিয়ে ববিকে-বুদ্ধি খাটানোর ব্যাপারে সতর্কতা

কাযা ও তাকদীর হচ্ছে আল্লাহ তাআলার উপর সঠকিভাবে ঈমান আনার প্রকৃত মানদণ্ড। মানুষরে জন্য তাদরে রবকে চনোর ক্ষত্রেে এটি এক কঠনি পরীক্ষা। এটি জানার ফলে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ও সত্য একীন আসে এবং তাঁর জন্য যে সমস্ত পূর্ণতা ও মাহাত্ম্যরে গুণাবলি অনবিার্য সগেুলোর উপরও একীন স্থাপতি হয়। কারণ কউে যদি নজিরে সীমতি ববিকে-বুদ্ধকিে লাগামহীন করে ছড়েে দয়ে তাহলে তাকদীররে ব্যাপারে বহু প্রশ্ন এসে হাজরি হয়। তাকদীর সম্পর্কে বহু মতভদে দখো গয়িছে। মানুষজন তাকদীর সম্পর্কে বর্ণতি আয়াতসমূহরে ব্যাপারে তর্ক-বতির্ক ও ব্যাখ্যা প্রদানে অনকে কথা বলছে। বরং ইসলামরে শত্রুরা যুগে যুগে তাকদীররে মাধ্যমইে মুসলমিদরে আকীদায় সংশয় তরৈি করছে। ফলে এমন হয়ছেে যে সঠকি ঈমান এবং অকাট্য দৃঢ় বশি্বাস কবেল ঐ ব্যক্তরিই আছে যে আল্লাহকে তাঁর উত্তম নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলি দয়িে চনিছে, আল্লাহর কাছে নজিকেে সমর্পণ করছে, মনকে প্রশান্ত রখেছে এবং রবরে উপর ভরসা করছে। সংশয়-সন্দহে তার মনে জায়গা করে নতিে পারে না। আর এটি নঃিসন্দহেে অন্যান্য রোকনরে তুলনায় এই রোকনরে উপর ঈমান আনার গুরুত্বরে সবচয়েে বড় দলীল। এতে প্রমাণতি হয় যে মানুষরে ববিকে-বুদ্ধি স্বতন্ত্রভাবে তাকদীর সম্পর্কে জানতে পারে না।

তাকদীর হলো সৃষ্টরি ব্যাপারে আল্লাহর গোপন রহস্য। তনিি তাঁর কতিাবে কংিবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বচনে আমাদরে কাছে যা উন্মোচন করছেনে তা আমরা জনেছে এবং সটোর প্রতি ঈমান এনছে। আর তনিি যে ব্যাপারে নীরব থকেছেনে সটোর প্রতওি আমরা ঈমান এনছে এবং তাঁর পূর্ণ ন্যায় ও গভীর প্রজ্ঞার প্রতওি ঈমান এনছে। তনিি যা করনে সে ব্যাপারে তনিি জজ্ঞিাসতি হন না; আর তারা (বান্দারা) জজ্ঞিাসতি হয়।

আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। আল্লাহর দরূদ, সালাম ও বরকত তাঁর বান্দা ও নবী মুহাম্মাদরে উপর অবতীর্ণ হোক।

সূত্রাবলি:

১- হাফযে ইবনে আহমদ আল-হাকামী রচতি أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة

২- শাইখ ড. আব্দুর রহমান আল-মাহমুদ রচতি القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة

৩- শাইখ মুহাম্মাদ আল-হামাদ রচতি الإيمان بالقضاء والقدر

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।